দ্বিচারিতার আরেক নাম—

সিপিআই(এম) -এর খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবে বিধৃত মণিমুক্তাসমূহের স্বরূপসন্ধান

দীপংকর চক্রবর্তী

একটি রাজনৈতিক দলের সাইনবোর্ডে যদি জ্বল্ - জ্বল - করা লাল অক্ষরে লেখা থাকে 'কমিউনিস্ট পার্টি', এবং তার ওপর আবার ব্রাকেটের মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয় তার 'মার্কস্‌বাদী' স্বরূপ, তখন যে কোনো গণতান্ত্রিক, বিশেষত বামপন্থী মানসিকতা- সম্পন্ন মানুষ স্বভাবতই তার পার্টি - কংগ্রেসের জন্য প্রণীত খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবটিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে বাধ্য হবেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সিপিআই(এম) -এর আসন্ন পার্টি - কংগ্রেসের খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবটিকে একটু উল্টে - পাল্টে দেখছিলাম। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, প্রকৃত বামপন্থী মতাদর্শগত অবস্থান থেকে লেখা বেশ কিছু বক্তব্য প্রস্তাবটির মধ্যে পাওয়া গেলো। কিন্তু— না থাক, আগেই কিছু মন্তব্য না করে বরং সেই অবস্থানগুলিকে একটু দেখে নিতে শুরু করা যাক, তার পাশাপাশি না হয় সে-সম্পর্কে মন্তব্য করা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যাবে।

এক

এই খসড়া প্রস্তাবে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ও নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক পন্থার বিরোধিতার উপর। যেমন, সঠিকভাবেই বলা হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ও আর্থিখ উদারপন্থার পরিণতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির সম্পদ ক্রমাগত চলে যাচ্ছে উন্নত দেশগুলিতে (প্যারা ১.৫)। বিশ্বায়ন - নিয়ন্ত্রিত অধিকাংশ দেশে অনুসৃত নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক পন্থা সে সব দেশের ভিতরে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পদগত ও আয়গত বৈষম্য ক্রমশ বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং সম্পদের মালিকানার কেন্দ্রীভবন ঘটাচ্ছে (১.৭ ও ২.৬)। চীনে পর্যন্ত এই আয়গত ও অঞ্চলগত এবং গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে (১.২০)।

এই প্রসঙ্গে ভারত সম্পর্কে বলা হয়েছে : ভারতীয় অর্থনীতি ইউপিএ জমানায় চলছে এই নয়া উদারবাদী পথেই। সরকারি নীতি ধারাবাহিকভাবেই নানা বিচিত্র পথে বৃহৎ পুঁজি ও ব্যাবসার স্বার্থে কাজ করে চলেছে... কর্পোরেট - নিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি কিন্তু ব্যাপক জনগণের কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি বা জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটাতে পারছে না (২.৬); কেন্দ্রীয় সরকার বৃহৎ পুঁজিকে ক্রমাগত বেশি বেশি সুবিধে দিয়ে চলেছে (২.১৩; হাজার কহাজার কোটি টাকার কর তাদের ছাড় দিচ্ছে (২.১৪)।

এবং তাদের নিজেদের প্রাসঙ্গিক ভূমিকা সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে : এই সময়কালে ইউপিএ সরকার অনুসৃত নয়া উদারবাদী পন্থার বিরোধিতা ক্ষেত্রে সিপিআই(এম) রয়েছে সবচেয়ে সামনের সারিতে (২.২)। অবশ্য স্বীকার করা হয়েছে যে, তাদের পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া নয়া উদারবাদী পথের সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। শিল্প ও পরিকাঠামোগত বিকাশে প্রয়োজনে বিনিয়োগের উপর রোজ দিতে (to promote) হচ্ছে (২.৯৩)

—না, যদিও সৈয়দ মুজতবা আলি - বর্ণিত ঢাকা'র সেই সুরসিক কুট্টিরা থাকলে বলতো : কইয়েন না কত্তা, ঘোড়াতেও হাসবো, আমরা সিরিয়াস বিষয়ে সেধরনের হাসি - ঠাট্টার মধ্যে যাবো না! তবে সিপিআই(এম) নেতারা যদি তাঁদের খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবের ভূমিকাতে এই মর্মে একটি ঘোষণা ঢুকিয়ে দিতেন যে, তাঁদের এই বক্তব্য তাঁদের পার্টি নিয়ন্ত্রিত বামফ্রন্ট সরকার শাসিত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, তবে আমাদের একটু সুবিধে হতো। কেননা, পশ্চিমবঙ্গে বাস করে যখন প্রতিনিয়ত রাজ্যের সিপিআই(এম) দলভুক্ত মুখ্যমন্ত্রী বা শিল্পমন্ত্রীরা বা বিমান বসু - বিনয় কোঙার - শ্যামল চক্রবর্তী প্রভৃতি তাবৎ পার্টি - নেতাদের মুখে আমাদের শুনতে হয় শিল্পায়নের অনিবার্যতার কথা, পশ্চিমবঙ্গে পুঁজিবাদি বিকাশের পক্ষে যুক্তি-তক্কে, বৃহৎ পুঁজি-নির্ভর কর্পোরেট -নিয়ন্ত্রিত শিল্পায়নের পক্ষে ওকালতি এবং পশ্চিমবঙ্গের তাবৎ বেকারদের কর্মসংস্থানের গপ্পো, তখন আলোচ্য খসড়া প্রস্তাবের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুঁজে পাওয়াটা মুসকিল হয়ে পড়ে। তারা কিন্তু তখন আর চাপিয়ে-দেওয়া নয়া উদারবাদী পথের 'সীমাবদ্ধতার' দোহাই দেয় না। বরং প্রায় যেন - তেন-প্রকারেণ কর্পোরেট শিল্পায়নের সর্বরোগহর বটিকাটি এ রাজ্যের মানুষকে গলাধঃকরণ করানোর জন্য সক্রিয়তা দেখান। সেজন্য পুলিশের, রাষ্ট্রশক্তির কিংবা তিন দশক ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলে ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর সাহায্য নিতে তাদের বাধে না। আর বিরোধিতা করলেই ছাপ মেরে দেওয়া হয় 'শিল্প-বিরোধী', 'তৃণমূল সমর্থক' বা 'মাওবাদী' হিসাবে। তাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে গ্রিক পুরাণের সেই রাজা মিদাসের গল্পের মতো। সীমাহীন স্বর্ণ-লালসায় আলোড়িত মিদাস দেবতাদের কাছে বর পাওয়ার পরিণতিতে যা কিছু সে ছুঁতো, তাই পরিণত হয় সোনায়। একই ভাবে পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম) নিয়ন্ত্রিত সরকার ও নেতাদের নয়া উদারনীতি সমর্থনের ছোঁয়ায় অমিয় বাগচি বা প্রভাত পট্টানায়েকের মতো নয়া উদারবাদী পুঁজিবাদী তত্ত্বের দীর্ঘদিনের বিরোধীরা পর্যুদস্ত হয়ে বোবা - কালা বনে যাচ্ছেন, কিংবা রাতারাতি অবস্থান পাল্টে নিয়ে বর্তমান বাস্তব প্রেক্ষিতে পুঁজিবাদের পক্ষে তাত্ত্বিক সমর্থন গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় কোমর বেঁধে নেমে পড়ছেন।

দুই

আমাদের এই বক্তব্যই আরো জোরদার হয়ে ওঠে কৃষি প্রসঙ্গে আলোচ্য খসড়া প্রস্তাবের বক্তব্যের দিকে নজর দিলেই। প্রস্তাবে - বলা হয়েছে, সারা দেশে চলছে ভূমি সংস্কারের বিপরীত প্রক্রিয়া, জমির উর্ধ্বসীমা বাতিল করার প্রচেষ্টা (২.৮)। কৃষিতে মূল জোর দেবার প্রচেষ্টা চলছে কর্পোরেট পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটানোর এবং কৃষকদের জমি বৃহৎ পুঁজির হাতে তুলে দেবার লক্ষ্যে (২.১০)। গণবন্টন ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার চেষ্টা চলছে, স্বীকৃত মাপকাঠিকে গুরুত্ব না দিয়ে অন্যায়ভাবে দারিদ্র্যরেখার নীচের (বিপিএল) মানুষদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে (২.১২)। সেজ-প্রকল্পগুলো আসলে এই লক্ষ্যেই ব্যাপকভাবে কার্যকর করা হচ্ছে— সে প্রকল্প আসলে ভারসাম্য - ভিত্তিক অর্থনৈতিক বিকাশের পরিপন্থী (২.১৬); লক্ষ লক্ষ কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত করে সে সব জমি তুলে দেওয়া হচ্ছে বৃহৎ

পুঁজি ও জমি হাঙরদের হাতে— তাদের নানারকম ছাড় ও অর্থনৈতিক উপঢৌকনও দেওয়া হচ্ছে; কৃষকদের সর্বনাশের কথা বিবেচনা করে সিপিআই(এম) সেজ-এর বিরোধিতা করার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের চালু জমি অধিগ্রহণ আইনকেও বাতিল করার দাবি জানিয়েছে (২.১৬)

তাহলে সিঙ্গুরের কৃষকরা কী জন্য আন্দোলন করছেন? তাদের জমিও তো নেওয়া হয়েছে বৃহৎ পুঁজির স্বার্থেই, মিথ্যে কথা বলে, ও গায়ের জোরে, এবং সেই ঔপনিবেশিক জমি অধিগ্রহণ আইনের ফাঁকেই। তাহলে?

সিপিআই(এম) নেতারা যদি সেজ-কে কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী বলেই ভাবেন, তাহলে নন্দীগ্রামের কৃষকদের কেন প্রাণ দিতে হলো? এখনও কেন তাদের প্রতিদিন ভোগ করতে হচ্ছে সিপিআই(এম) গুণ্ডাবাহিনীর অত্যাচার? না, আগে যে কথা বলেছি, তাদের ঐ সব বক্তব্য তাদের শাসিত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলবে না! না হলে গণবন্টন ব্যবস্থা নিয়ে সাম্প্রতিক কেলেংকারির পরেও কীভাবে কেন্দ্র বা অ-বাম শাসিত রাজ্য সরকারগুলির বিরুদ্ধে এ নিয়ে প্রস্তাব তোলা যায়? পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বিপিএল তালিকা যে জঘন্যভাবে পার্টি সদস্য ও সমর্থক বিত্তবানদের স্বার্থে প্রণীত হয়েছে, গ্রামে গ্রামে গিয়ে খোঁজ নিলে যে কেউ তার অজস্র প্রমাণ পেয়ে যাবেন হাতে নাতে তাহলে—

তিন

খসড়া প্রস্তাব অনুসারে নেতাদের চাপেই যে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়েছে গ্রামের গরিব ও বেকারদের জন্য নানা প্রকল্প নিতে, সে নিয়ে নিজেদের ইতিবাচক ভূমিকার গুণগান গেয়ে বিভিন্ন রাজ্যে সেই সব প্রকল্প ঠিকমতো কার্যকর না করার অভিযোগ তোলা হয়েছে (২.২১); অভিযোগ তোলা হয়েছে গাড়ির ধোঁয়াজনিত পরিবেশদূষণ বিধি এবং তথ্য জানার অধিকার কার্যকর না করা (২.৭১); এবং পোটা জাতীয় কালাকানুন বাতিল করার জন্যও কৃতিত্ব দাবি করা হয়েছে (২.২১)।

—বাস্তব তথ্য থেকে আমরা কিন্তু পাচ্ছি (১) ধোঁয়া জনিত দূষণ দূরের কার্যকর পদক্ষেপ নেবার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করেনি, এবং বহু রাজ্যই এ ব্যাপারে এগিয়ে আছে। (২) তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত সরকারি করণীয় বিষয়গুলি সম্পর্কেও একই কথা। (৩) কেন্দ্রের পোটা-র মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০১-০২ সালে চেষ্টা করেছিল একই ধাঁচের একটি কালাকানুন চালু করার— গণবিরোধিতার ফলে তাদের সে প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত হতে হয়েছে। এবং সর্বোপরি, (৪) কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামের ও শহরের গরিবদের জন্য চাপে পড়ে যে সব প্রকল্প চালু করেছে, তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সবচেয়ে পেছিয়ে থাকাদের দলেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

চার

পার্টির অষ্টদশ কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বিরোধিতা ও নয়া - উদারনৈতিক পন্থার বিরোধিতা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতারই অঙ্গ। আলোচ্য খসড়ায় সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দাবি করা হয়েছে (২.১)। সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘুদের দুর্দশা সম্পর্কে সাচার কমিটির রিপোর্টকে সমর্থন করে এ ব্যাপারে সমস্ত ব্যর্থতার দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কংগ্রেস ও বিজেপি - শাসিত রাজ্যগুলির উপর (২.৬১)।

—সিপিআই(এম) নেতাদের অভিধানে মৌলবাদ বিরোধিতা মানে যে শুধু সংখ্যাগুরু হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদেরই বিরোধিতা এবং সংখ্যালঘু মৌলবাদকে তোষণ করা— নতুন করে তার প্রমাণ মিলেছে তসলিমা নাসরিনকে চক্রান্ত করে রাজ্য থেকে বের করে দেবার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে তাঁকে কার্যত বন্দি করে রাখার মধ্য দিয়ে। আর সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুসারেই যে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘুদের অবস্থা সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ রাজ্যগুলির অন্যতম, এই অপ্রিয় তথ্যটিও খসড়া - প্রণেতারা সুবিধাজনকভাবে চেপে গেছেন। এর পরেও কীভাবে তারা নিজেদের মৌলবাদ বিরোধী এবং সংখ্যালঘুদের দুর্দশা দূর করতে সক্রিয় বলে দাবি করেন— এ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু মেলে নি।

তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। মূল কথা হচ্ছে যে, সিপিআই(এম) নেতারা মুখে যা বলেন, কিংবা পার্টি কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, বাস্তবে তা অনুসরণ করার বদলে মূলত তার বিপরীত পথেই সক্রিয়তা দেখান। তাই, এই খসড়া প্রস্তাবের একেবারেই শেষ দুই প্যারায় সিপিআই(এম) নেতারা দেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় সার্বভৌমিত্বের পক্ষে এবং সাম্রাজ্যবাদী উদারনৈতিক আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে যে ঐক্যবদ্ধ লড়াই গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন (২.০১৩), তাদের নিজেদের দ্বিচারিতার ধারাবাহিক অধ্যায়ে যবনিকা না টানলে তাতে সারা দেবার আদৌ কোনও যুক্তি নেই।

কেননা, সারা ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে আজ দ্বিচারিতার অপর নামই হচ্ছে সিপিআই(এম)।

পাঁচ

খসড়া প্রস্তাবে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে, উগ্রপন্থী, মাওবাদী প্রবণতার এবং জঙ্গি সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যাপক লড়াই চালাবার জন্য এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য (২.২৫)। এবং তার পরেই পার্টি- নেতৃত্ব ছুঁড়েছেন একটা আস্ত বোমা: সম্প্রতিকালে মানবাধিকার আন্দোলনগুলি মূলত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মাওবাদীদের দ্বারাই।

একটু খেয়াল করলে ধরা পড়বে, তথাকথিত উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাস বিরোধী এই অবস্থান, বিশেষত মানবাধিকার আন্দোলনগুলিকে 'মাওবাদীদের' করায়ও বলে বিচ্ছিন্ন করে দেবার প্রচেষ্টা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক পন্থার মতোই মার্কিন সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানেরই কপি মাত্র। বস্তুত, সিপিআই(এম) এখন কেউ কোনও ব্যাপারে তাদের কোনও নীতি বা কার্যকলাপের বিরোধিতা করলে তাদের তারা ছাপ মেরে দিচ্ছে 'মাওবাদী' বলে। মার্কস-লেনিনরা ঠিকই বলেছেন— রাজনীতি আর অর্থনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সাম্রাজ্যবাদের অর্থনীতিকে অনুসরণ করবো আর তাদের রাজনীতিকে অনুসরণ করবো না— তাই কী হয়!